ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫০০ ছাড়াল

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৫০৬ জনে।

এই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২ হাজার ৭০ জন। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন মোট ১ লাখ ৬ হাজার ৪২৯জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ডেঙ্গুবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ৭ হাজার ৮২৫ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। ঢাকার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ৩ হাজার ৫৮০ জন এবং অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ৪ হাজার ২৪৫ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন।

চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৬ হাজার ৪২৯ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৫১ হাজার ২৭ জন এবং ঢাকার বাইরে চিকিৎসা নিয়েছেন ৫৫ হাজার ৪০২ জন।

সূত্র: যুগান্তর

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল রাজমিস্ত্রির

ঝিনাইদহ সদরের চুটলিয়া মোড় এলাকায় ট্রাকের চাপায় মোঃ সুমন মিয়
(২৫) নামের এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সে

সদর উপজেলার ডাকাতিয়া গ্রামে মাকে নিয়ে বসবাস করে তার পিতা সাফদার আলী সরদার সাতক্ষিরা জেলার বাসিন্দা।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার সুমন আলী জানান, সন্ধ্যায় রাজমিস্ত্রীর কাজ শেষ করে ঝিনাইদহ শহর থেকে বাই-সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিল। এসময় চুটলিয়া এলাকায় পৌছালে সামনের দিক থেকে আসা একটি মাল বোঝায় ট্রাক তাকে চাপা দেয়।

এতে ঘটনাস্থলেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সুমনের মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা সেখানে পৌছে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে, পরে হাইওয়ে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প

রাজধানী ঢাকাসহ এর আশপাশের কয়েকটি জেলায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ সোমবার রাত ৮টা ৫০ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সিলেট জেলার কানাইঘাট থেকে সাত কিলোমিটার দূরে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ২।

ভূমিকম্পটি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, মিয়ানমার ও ভুটানে অনুভূত হয়।

তবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জানান, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেল ৫ দশমিক ৫। এর উৎপত্তিস্থল ভারতের আসাম ও মেঘালয়।

হাসপাতালে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যু

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আমৃত্যু সাজাপ্রাপ্ত দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মৃত্যুবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আজ সোমবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে তিনি মারা যান।

হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিট থেকে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আবারও ‘কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট’ হয়।

৭টা ১০ মিনিটে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। পরে ৮টা ৪০ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
কাশিমপুর কারাগারে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রবিবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে হার্টে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন। প্রথমে তাকে গাজীপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় রাতেই তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় ৮৪ বছর বয়সী সাঈদীর হার্টে পাঁচটি রিং পরানো হয়েছিল।

২০১০ সালের ২৯ জুন রাজধানীর শাহীনবাগের বাসা থেকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই কারাগারে ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর এই সাবেক নায়েবে আমির।

মেহেরপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর মশারি বিতরণ

মেহেরপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশারি বিতরণ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তে ১ হাজার জনের মাঝে মশারি বিতরণ করা হয়।

এসময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধূ বাংলাদেশেই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। এ বছর বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেরিতে। যে কারণে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। মশার কামড় থেকে ডেঙ্গু রোগ হয়। তাই মশার কামড় থেকে যাতে আমরা বাঁচতে পারি সেজন্য মশারি ব্যবহার করতে হবে। আজ অসহায় এক হাজার মানুষের মাঝে এ মশারি বিতরণ করা হচ্ছে। আপনার সকলেই অলসতা না করে মশারি ব্যবহার করবেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় মশারি বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, জেলা ইয়ং বাংলার সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি লুৎফুন্নেছা লতা ও সাধারণ সম্পাদিকা রোজিনা খাতুন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, সদর উপজেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সভাপতি সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান লাল্টু।

সাংবাদিকতায় আন্ত:প্রাণ মফিজুল; তথ্যের সন্ধানে ছুটে চলেছেন দেশ থেকে বিদেশে

১৯৮৯ সালের ১ জুলাই মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে মফিজুল সাদিকের জন্ম। ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানে স্নাতক পড়ার সময় অনলাইন নিউজ পোর্টাল শীর্ষনিউজডটকমে নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দেন।

২০১২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দেন নিউজ পোর্টাল বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কমে। সেখানে ২০১৬ সালে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে পদোন্নতি পান। সাংবাদিকতার শুরু থেকেই অর্থনীতি বিটে কাজ করছেন। প্রতিবেদন করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-সহ আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে ভ্রমণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র,যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে। ২০২১ সালের অক্টোবরে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন জাগোনিউজ২৪.কমে।

পরিবারের সবাই কৃষিকাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ব্যতিক্রম মো. মফিজুল ইসলাম, সাংবাদিক সমাজে মফিজুল সাদিক নামে পরিচিত। গ্রাম থেকে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান শহরে। ছোট বেলা থেকেই লেখালেখি হাতে খড়ি ছিল। তিনি বেছে নিলেন সাংবাদিকতা পেশা। বাবা- মা, ভাই-বোন সবাই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন সাংবাদিকতা পেশার ভবিষ্যৎ নেই, সরকারি চাকরি কর্◌ো। কিন্তু তিনি মনের গভীরে লুকিয়ে ছিলো সাংবাদিকতা পেশার প্রতি অগাধ ভালোবাসা। সে কারণে তিনি বেছে নিলেন সাংবাদিকতা পেশা।

ঢাকা কলেজে ভুলোগ ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স করা অবস্থায় সাংবাদিকতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন মফিজুল সাদিক। এর পরে প্রথমে শীর্ষ নিউজ অনলাইন নিউজপোর্টালে চাকরি জীবন শুরু করেন ২০০৯ সালের শেষার্ধে। সেখানে গিয়ে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকটি অনলাইন নিউজ পোর্টালে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন তিনি। এরপর যোগ দেন বাংলানিউজ২৪.কমে। অর্থনৈতিক বিটে কাজ করার দায়িত্ব পান। সেখানে তিনি একের পর এক আলোচিত রিপোর্ট করে আলোচনায় আসেন। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিটের সিনিয়র রিপোর্টারদের দৃষ্টিতে আসেন মফিজুল সাদিক। দেশের আর্থিক খাতের অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশিত শাহিন হাওলাদারের অনুসন্ধানী প্রতিবেনগুলো সর্বমহলে প্রশংশিত হয়। অর্থমন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনসহ অর্থনৈতিক সেক্টরের এসব নিউজ মফিজুল সাদিককে ব্যাপক পরিচিত করে তোলে।

এরই মধ্যে বাংলাদেশের পেশাদার সাংবাদিকদের অনন্য সংগঠন ‘ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট‘র সদস্য পদ অর্জন করেন তিনি। সর্বশেষ তিনি ভালো বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধার অফার পেয়ে জাগোনিউজ২৪.কমে যোগ দেন তিনি। পেশাদার অনলাইন গণমাধ্যম হিসেবে জাগোনিউজ প্রথম সারিতে। এই পোর্টালেও বেশ কিছু আলোচিত রিপোর্ট করেন তিনি। সংবাদ অনুসন্ধানের জন্য কখনও পল্লী গ্রাম থেকে শুরু করে ছুটে

গেছেন মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে। আমেরিকার ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সম্মেলনের নিউজ কভার করার দায়িত্বও পান তিনি।

একান্ত আলাপাচারিতায় সাংবাদিক মফিজুল সাদিক বলেন, সাংবাদিকতায় আমার ধ্যান ও জ্ঞন। যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত কপ২৬ সম্মেলন থেকে শুরু করে, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক সভার নিউজ কাভার করেছি। এছাড়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক সভাও কাভার করেছি। তথ্যের জন্য কখনও গ্রাম থেকে ছুটে গেছি সভা ও সমাবেশে।

শিক্ষাজীবন
সাংবাদিক মফিজুল সাদিক ২০০৪ সালে মেহেরপুর জেলার গাংণী উপজেলার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও ২০০৬ সালে বিএন কলেজ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা কলেজ থেকে ভুগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানে অনার্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে একই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।
কৃতজ্ঞতা
সাংবাদিক মফিজুল সাদিক তাঁর কর্মজীবনের এই সাফল্যের জন্য মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখ আবারও আটক

অনেক ধড়পাকড়ের পরও এখনো সক্রিয় রয়েছে অনলাইন জুয়ার এজেন্টরা। নতুন করে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখকে আবারও আটক করার পর থেকে বিষয়টি আবার সােমেন এসেছে।

গতকাল শুক্রবার ভোরের দিকে তাকে অনলাইন জুয়ায় ব্যবহৃত মোবাইল ও চ্যানেলসহ আটক করে পুলিশ। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার সময় থেকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বড় টিমি তার বাড়িতে অভিযান শুরু করে। আটক বিজয় শেখ শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাদুল শেখের ছেলে।

গ্রেফতারকালে আসামীর নিকট হতে স্টেনলি মেইন, ওয়ান এক্স বেট নামক অনলাইন জুয়া চ্যানেল ও এজেন্ট সীমসহ ৩ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

১০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইন জুয়াসহ অনলাইনের মাধ্যমে সকল অবৈধ লেনদেন প্রতিরোধে সরকার জিরো টলারেন্সে উল্লেখ করে সকল গণমাধ্যমকে বিবৃতি দিয়েছে। অনলাইন জুয়া নিয়ে পুনরায় মেহেরপুর প্রতিনিদিনের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়া নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলকে আটক করা হয়েছিলো গত বছরের ২৪ আগষ্ট। রয়েল পুলিশের কাছে বিজয় শেখসহ ১৫ জনের নাম করে একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো। সেই স্বীকারোক্তী অনুযায়ী তদন্তে বিজয় শেখের সম্পৃক্ততার সত্যতা মেলে। গত ৭ জুন তাকে প্রথম বার আটক করা হয়। কিছুদিন হাজত বাস করার পরসে পুনরায় অনলাইন জুয়ার কার্ক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। পুলিশের তথ্যমতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় দুই শতাধিক তরুণ যুবক এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত। তারা অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে নিজেরা কোটি পতি হয়েছে। আর অপরদিকে সর্বশান্ত হচ্ছে সাধারণ তরুণ যুবকরা। পুলিশ গত কয়েক মাসে প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আটক করেছে।

গোয়েন্দা সংসস্থার মতে, মেহেরপুর জেলাতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছেনা অনলাইন জুয়ার। রাতারাতিই কোটিপতি বনে যাচ্ছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে। বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত।

মেহেরপুরের ১৩ জঙ্গি সদস্য এটিইউ’র হেফাজতে

মেহেরপুর শহরের শিশুবাগান পাড়ার ৩টি পরিবারের শিশু ও নারীসহ ১৩ জনকে জঙ্গি সন্দেহে পুলিশের এনটি টেরিরিজম ইউনিটের (এটিইউ) একটি টিম তুলে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তারা সকলেই নিষিদ্ধ সংগঠণ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর থেকে একজন নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তবে ৫ শিশূকে পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

গত ২ আগষ্ট দিবাগত রাতে শহরের শিশু বাগানপাড়া এলাকার ইদ্রিস আলী মিস্ত্রির ছেলে স্ট্রিট ফুড বিক্রেতা আনোয়ার হোসেনকে (৩০) তার বাড়ি থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারীর পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যায়।

আনোয়ার হোসেনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রতিবেশি সেন্টু হোসেন ও পলাশ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় মেহেরপুর সার্কিট হাউসসহ বিভিন্ন স্থানথেকে তাদের আটক করেছে বলে পলাশের পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন।

তারা হলেন- শিশু বাগানপাড়ার কিতাব আলীর ছেলে সেন্টু হোসেন (২৮), তার স্ত্রী দিলরুবা খাতুন (২৫), ছেলে লাসিন ও হুজাইফা, একই পাড়ার রিকসা চালক পলাশ (৫৫), তার স্ত্রী ফাতেমা খাতুন (৪৮), মেয়ে ফারহানা, প্রিয়া খাতুন, জামাতা ঝন্টু মিয়া, ছেলে ফরহাদ হোসেন, ফয়সাল হোসেন, নাতি বুখারি হোসেন, পলাশের আরেক মিনারুল ইসলাম, নাতনি মিতা খাতুন, রিতা খাতুন ও শাহিনুর।

এদিকে, ঘটনার পর থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন একই পাড়ার মাংস বিক্রেতা রফিকুল ইসলামের ছেলে রকিব মোল্লা ওরফে মুজাহিদ (৩০)।

এদের মধ্যে বুখারি, ফয়সাল, মিতা, লাসিন ও হুজাইফা শিশু হওয়ায় গত মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাধ্যমে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

তবে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাদের এক প্রতিবেশী বলেছেন, আটকরা

সকলেই জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পুলিশের কাছে এই তালিকায় ১৮ জনের নাম আছে বলেও জানান তিনি।

আনোয়ার হোসেনের মা আনোয়ারা খাতুন ও পিতা ইদ্রিস আলী মিস্ত্রি বলেন, ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দুজনের পরনে পুলিশের পোশাক এবং অন্যরা সাদা পোশাকে ছিল।

আনোয়ারের স্ত্রী পলি খাতুন বলেন, তারা বলেছিলেন, দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করে এখনি ছেড়ে দিয়ে যাবেন। সেই যে নিয়ে গেলো তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাইনি।

তারা বলেন, আনোয়ারকে নিয়ে যাওয়ার কয়েকবার মেহেরপুর থানা, র্যাব অফিসে গিয়েছি। কোনো খোঁজ পাইনি। সেখানে না পেয়ে তারা জেলার অন্যান্য উপজেলার পুলিশ স্টেশন, র্যাব ও ডিবি অফিসে সন্ধান করেছি। কিন্তু সেসব জায়গায়ও আনোয়ার হোসেনকে পাওয়া যায়নি। থানায় জিডি দিতে গেলেও থানা পুলিশ জিডি নেননি।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি সুত্র থেকে জানা গেছে, আটককৃতরা জঙ্গি সংগঠণ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য। তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে পুলিশের এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের একটি গ্রুপ মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সহযোগীতায় তাদের আটক করে ঢাকায় নিয়ে গেছে। আটককৃত ৬ শিশুর মধ্যে ৫ জন শিশুকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের মাধ্যমে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট ফেরৎ দিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সেন্টু হোসেন ও আনোয়ারের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারের সবাই বারান্দায় বসে আছেন। তাদের সান্ত্বনা দিতে পড়শীদের কয়েকজনও সেখানে আছেন। এছাড়া পলাশ ও রাকিব মোল্লার বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়িতে তালা মারা দেখা গেছে। পলাশের ফেরৎ দেওয়া ছেলে ফয়সাল ও ফরহাদের ছেলে বুখারীকে পাওয়া যায়নি। তারা তাদের কোন আত্মীয়র বাড়িতে গেছে তাও বলতে পারেনি প্রতিবেশীরা।

সেন্টু হোসেনের দুই ছেলে লাসিন ও হুজাইফাকে ফেরৎ পেয়েছেন তার দাদী আদরী খাতুন। এর মধ্যে হুজাইফার একটি পা ভেঙ্গে গেছে। সেন্টুর মা আদুরী খাতুন বলেন এই দুটি দুধের শিশু নিয়ে আমি এখন কি করবো। কুল কিনারা পাচ্ছিনা।
বোন পাপিয়া খাতুন বলেন, আমার ভাইকে ধরে নিয়ে কোথায় রেখেছে সেটা তো আমরা জানার অধিকার রাখি। তারা অন্যায় করলে সাজা হোক। কিন্তু আমাদের পরিবারকে খোঁজ দিক।

আনোয়ার হোসেনের মা আনোয়ারা খাতুন জানান, রাত ১টার পরপরই দুজন পুলিশের পোশাক পরে, চারজন সাদা পোশাকে প্রাচীর টপকে বাড়িতে প্রবেশ করে। আইনের লোক পরিচয়ে ছেলেকে তুলে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। সকালে থানায়, ডিবি কার্যালয়, র্যাব ক্যাম্পে গেলে কেউ স্বীকার করেনি ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার কথা। আনোয়ারের স্ত্রী পলি খাতুন বলেন, ‘স্বামীর সন্ধানে অনেক জায়গায় গিয়েছি কোথাও সন্ধান মিলল না। আমার স্বামী নিরপরাধ। তাকে কেন রাতের আঁধারে তুলে নেওয়া হলো তা বুঝতে পারছি না।’

প্রতিবেশী জাহিদ হোসেন বলেন, আনোয়ার ফুট পথে ব্যবসা করতো। তবে, নিয়মিত মসজিদে আসার আহ্বান জানাতেন। ধারণা করা হচ্ছে, জঙ্গি সম্পৃক্ততার সন্দেহে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন তাকে তুলে নিয়ে গেছে। তবে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত বিষয়টি পরিবারটিকে জানানো। যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে না নিয়ে থাকে তাহলে তাদেরই উচিত আনোয়ারকে খুঁজে বের করা।

মেহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মেহেরপুরের পুলিশের কাছে এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই। অন্য কোনো সংস্থা তাদের আটক করেছে কিনা তাও জানা নেই।

গাংনীতে ভুমিহীনদের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ের ঘর প্রদান

গাংনীতে ভুমিহীনদের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ের ঘর প্রদান করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টায় গণভবন থকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২১০১ টি ঘর প্রদান ও ১২ টি জেলা এবং ১২৩ টি উপজেলাকে ভুমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনা করেন। এসময় গাংনী উপজেলায় ৩১ টি ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও দলীল প্রদান করা হয়।

গাংনী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘরের চাবি ও দলীল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় এবং ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও গাংনীর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ নাদির হোসেন শামীমের

সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন মেহেরপুর -২আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মেহেরপুর মোঃ শামীম হাসান।

এসময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন,গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক,গাংনী উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা,ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বৃন্দ,সাংবাদিক, ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা এবং উপকার ভোগীরা।

বাতিল নয়, পরিবর্তিত হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮

বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ পরিবর্তনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। সোমবার (৭ আগস্ট) সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এটি ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩’ নামে প্রতিস্থাপিত হবে বলে জানা গেছে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আইনটি ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩’ নামে প্রতিস্থাপিত হবে।

২০১৮ সালে প্রণীত বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি বাতিলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি ওঠে। বিশেষ করে এর ৫৭ ধারা দেশে-বিদেশে সমালোচিত হয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার সমুন্নত রাখা, সর্বোপরি মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিতে আইনটি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে বিভিন্ন মানবাধিকার

সংস্থা।

সূত্র : ইত্তেফাক